তত্ত্বাবধানের অধীন শিশুরা

শিশু আদালতে যাওয়া

১ ২ ৩ ৪ ৫

Legal Aid
NEW SOUTH WALES

তত্ত্বাবধানের অধীন শিশুরা

২ শিশু আদালতে যাওয়া

‘তত্ত্বাবধানের অধীন শিশুরা’ এই সিরিজে Legal Aid NSW

(নিউ সাউথ ওয়েলস) প্রকাশিত ৫ টি পুস্তিকা আছে।

১ সমাজ সেবা সংস্থা আমার সন্তানদের বিষয়ে কথা বলতে চায় ,তাহলে কি হবে?

২ শিশু আদালতে যাওয়া।

৩ পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে এবং আমি আমার সন্তানদেরকে ফেরত চাই, আমাকে কি করতে হবে ?

৪ শিশু আদালতে নেয়া সিদ্ধান্তে আমি খুশি নই, আমি কি করতে পারি ?

৫ আমার শিশুরা যখন তত্ত্বাবধানের অধীনে থাকে, তখন কি হয় ?

নিউ সাউথ ওয়েলস লিগ্যাল এইড কর্তৃক প্রণীত **অক্টোবর ২০১৩**

এই প্রকাশনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আইনের একটি সাধারণ পথনির্দেশ দান করা। এটিকে আইনগত উপদেশ হিসেবে বিবেচনা করা যাবেনা এবং সুপারিশ করা হচ্ছে যে আপনি আপনার বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করুন। ছাপানোর সময় প্রদত্ত তথ্যগুলি সঠিক বলে পরিগণিত, তবে এগুলির পরিবর্তন হতে পারে।

Order publications online at **www.legalaid.nsw.gov.au/publications** or email **publications@legalaid.nsw.gov.au** or call **9219 5028**

এই প্রকাশনাগুলি অনলাইনে,এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন: **www.legalaid.nsw.gov.au/publications** অথবা এখানে ইমেইল করতে পারেন **publications@legalaid.nsw.gov.au** বা **9129 5028** নম্বরে ফোন করতে পারেন।

আপনার যদি শুনার বা কথা বলার সমস্যা থাকে তবে NRS **133 677** নম্বরে ফোন করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। টেলিফোনে দোভাষীর জন্য এই নম্বরে যোগাযোগ করুন TIS **131 450**

লিগ্যাল এইড এই বিষয়ে শোলকোস্ট সামাজিক আইনকেন্দ্র হতে পূর্ব প্রকাশিত

“Children’s Court, Care, My Child & Me”

(শিশু আদালত, তত্ত্বাবধান, আমার বাচ্চা এবং আমি) শীর্ষক প্রকাশনার অবদান স্বীকার করে।

Legal Aid NEW SOUTH WALES

আমার বাচ্চারা তত্ত্বাবধানে আছে, পরবর্তীতে কি হবে?

বাচ্চাদেরকে আপনার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার জন্য কমিউনিটি সার্ভিসকে আদালতের নির্দেশ লাভের জন্য শিশু আদালতে আবেদন করতে হয়। শিশুদেরকে সরিয়ে নেয়ার তিন কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন আদালতে পেশ করতে হয়। কমিউনিটি সার্ভিস আবেদনের একটি অনুলিপি আপনাকে অবশ্যই দেবে। আপনার এটি যত্নের সহিত পড়া উচিত। এতে আদালতে আপনার প্রথম হাজিরার সময় ও তারিখ এবং আদালতের ঠিকানার উল্লেখ থাকবে।

আদালতে আপনার উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি সংগত কোন কারনে (যেমন অসুস্থতা) উপস্থিত হতে না পারেন তবে আদালতে অবশ্যই ফোন করে তা জানাবেন এবং আপনার অনুপস্থিতির কারন বর্ণনা সম্বলিত সনদপত্র (সার্টিফিকেট) সংগ্রহ করবেন।

আদালতের প্রথম দিনে কি হবে?

আদালতের প্রথম দিনে একজন কর্তব্যরত আইনজীবী আপনাকে সাহায্য করবেন (১৬পৃষ্ঠাতে 'আমি কি একজন আইনজীবী পেতে পারি?' দেখুন)

প্রথম দিন আদালতে প্রধানত: মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনার শিশুরা কোথায় থাকবে তা সহ,শিশুদের বিষয়ে সিদ্ধান্তের অস্থায়ী ক্ষমতা কার হাতে থাকা উচিত, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এটিকে 'অন্তর্বর্তীকালীন (স্বল্পমেয়াদী) প্রতিপালন দায়িত্ব' বলে।

কোন কোন সময় পিতামাতা সম্মত হয় যে আদালতে উপনীত মামলা চলাকালীন সময়ে শিশুদের তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তার বিষয়ে তাদের কাজ করার সময় শিশুদেরকে অন্য কোথাও রাখা উচিত। অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিপালেনের দায়িত্ব কমিউনিটি সার্ভিসের মন্ত্রীকে দেয়া হয়, যিনি আপনার বাচ্চাদেরকে ফস্টার কেয়ার বা বাচ্চাদের যত্নের উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি, যেমন পরিবারের কোনো সদস্য কে দিতে পারেন।

আমার শিশুর আইনজীবী আছে কেন?

প্রতিটি মামলায় প্রত্যেক বাচ্চা তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন আইনজীবী পেয়ে থাকে। এই আইনজীবী পিতামাতা এবং কমিউনিটি সার্ভিস হতে স্বাধীন। লিগ্যাল এইড NSW এই আইনজীবীর ব্যবস্থা করে। দু'ধরণের শিশু বিষয়ক আইনজীবী আছে :

- আপনার বাচ্চার বয়স ১২ বছরের কম হলে তারা একজন 'নিরপেক্ষ আইনগত প্রতিনিধি পাবে যিনি আদালতকে কিসে বাচ্চার ভাল হবে সে বিষয়ে তাঁর মতামত দিবেন।
- আপনার বাচ্চার বয়স ১২ বছরের উপরে হলে তারা একজন সরাসরি আইনগত প্রতিনিধি পাবে যিনি আদালতকে আপনার বাচ্চা কি চায় তা বলবেন।

আদালত অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিপালনের দায়িত্ব কমিউনিটি সার্ভিসের মন্ত্রীকে দিলেও মামলা নিস্পত্তির পর বাচ্চার দেখাশুনার দায়িত্ব কে পাবে সে ব্যাপারে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে আদালতের বাধা নাই। এই সিদ্ধান্ত বাচ্চাকে আপনার তত্ত্বাবধানে ফিরিয়ে দেয়া বা প্রতিপালনের দায়িত্ব অন্য কোন ব্যক্তি যেমন, পরিবারের অন্য কোন সদসস্যকে দেয়া অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

আমি আমার বাচ্চাদের ফস্টার কেয়ারে দিতে চাইনা -আর কে তাদের দেখাশুনা করতে পারে?

বাচ্চাদেরকে পিতামাতার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে হলে তাদেরকে পরিবারের অন্য কোন সদস্য বা বন্ধুর নিকট দেয়া যায় কিনা তা বিবেচনায় রাখা জরুরি যদিও তা স্বল্প সময়ের জন্য হয়। আপনি যদি বাচ্চাদের অন্য কারো তত্ত্বাবধানে দিতে চান তবে এটি জরুরী যে তাঁরা আপনার আইনজীবী এবং কমিউনিটি সার্ভিসের সাথে যত দ্রুত সম্ভব যোগাযোগ করবেন।

পিতামাতার দায়িত্ব কি?

কোন শিশু বা কিশোরের ক্ষেত্রে 'প্রতিপালন দায়িত্ব' বলতে আইনগতভাবে পিতামাতার ঐ সকল দায়িত্ব, ক্ষমতা, কর্তব্য, এবং কর্তৃত্ব বুঝায় যা সন্তানের প্রতি তাঁদের রয়েছে।

সন্তানের প্রতি পিতামাতার এই দায়িত্ব অন্তর্বর্তীকালীন বা দীর্ঘ সময়ের জন্য অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করা যায়। এই ব্যবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে আপনার বাচ্চার ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ সহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দেয়,যেমন ঃ

- আপনার বাচ্চারা কোথায় থাকবে,
- কার সাথে আপনার শিশুরা যোগাযোগ করবে
- কোন ধর্ম এবং সংস্কৃতি অনুসারে আপনার শিশুরা প্রতিপালিত হয়েছে,
- আপনার বাচ্চারা কোথায় স্কুলে যাবে, এবং
- কি ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পিতামাতার দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে :

- পিতামাতার মধ্যে একজনকে,
- অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি, পরিবারের কোনো সদস্য, বা
- কমিউনিটি সার্ভিসের মন্ত্রী (বাস্তবে যার অর্থ হচ্ছে যে, কমিউনিটি সার্ভিসের কেস ওয়ার্কারই আপনার বাচ্চাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে)।

প্রত্যেকটি মামলাই ভিন্ন কারণ প্রতিটি পরিবারই অনন্য। কোন কোন সময়ে আদালত বাচ্চা প্রতিপালন দায়িত্বের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন পক্ষকে দিতে পারে,যেমন আপনাকে অথবা পিতামাতার অন্য একজনকে প্রতিপালন দায়িত্বের একটি দিক দেখাশুনার ভার দিতে পারে, যেখানে কমিউনিটি সার্ভিসকে বাচ্চার জীবনের অন্যান্য বিষয়সমূহ দেখাশুনার দায়িত্ব দেয়া হতে পারে।

কমিউনিটি সার্ভিস ব্যক্তিটির 'স্থাপন মূল্যায়ন' (Placement assessment) করবেন,যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পুলিশ এবং শিশু রক্ষা সংক্রান্ত ইতিহাস সম্বন্ধে খবর নেয়া,তার সাক্ষাৎকার নেয়া এবং বাসা পরিদর্শন করা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কমিউনিটি সার্ভিস যদি আপনার কোনো আত্মীয়ের বাচ্চা প্রতিপালনের আবেদন মূল্যায়ন করতে অস্বীকার করে তবে আপনি আপনার আত্মীয়ের আদালতের কার্যক্রমে আপনার সাথে মামলার পক্ষ হিসেবে যোগ দেবার আবেদনের বিষয়ে আপনার আইনজীবীর সাথে কথা বলতে পারেন। এটিকে 'সংযোগ আবেদন' "joinder application" বলে এবং যদি সফল হয় তবে এর অর্থ হচ্ছে আপনার আত্মীয়কে তাঁদের নিজেদের আইনজীবী আদালতে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

এর অর্থ এটিও যে আপনার আত্মীয় শিশু আদালতের ক্লিনিক (নিম্নে 'শিশু আদালতের ক্লিনিক শাখা কর্তৃক মূল্যায়ন কি' শীর্ষক অধ্যায় দেখুন) কর্তৃক মূল্যায়িত হবার জন্য আবেদন করতে পারেন এবং তাঁরা আপনার বাচ্চাদেরকে কেন তাঁদের তত্ত্বাবধানে দেয়া উচিত তার পক্ষে প্রমাণ সমূহ নথিবদ্ধ করতে পারেন।

আমি কখন আমার বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারব?

কমিউনিটি সার্ভিস যদি আপনার বিষয়টি শিশু আদালতে নিয়ে যায় তবে তাদেরকে এর জরুরিতা আদালতে ব্যাখ্যা করতে হবে। এটি করতে কমিউনিটি সার্ভিস আদালতে একটি সুচনাপত্র উপস্থাপন করবে যাতে তারা বিষয়টির পক্ষে তাদের বক্তব্য বর্ণনা করবে, যাতে হয়তো আপনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের উল্লেখ থাকবে। সুচনাপত্রের একটি অনুলিপি আপনাকে দেয়া হবে।

আদালত আপনাকে, আপনার এবং আপনার পরিবার সম্পর্কে যা যা বলা হয়েছে সেসবের উত্তর দেয়ার জন্য সময় দেবে, এবং একইসাথে আপনি কোন তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করতে চাইলে তাও পারবেন। আপনাকে একজন আইনজীবীর সাথে সাক্ষাতের এবং আপনি যদি কোন লিখিত উত্তর যেটিকে 'এফিডেভিড' বলা হয়, প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত নেন তবে তার জন্যও সময় দেয়া হবে। আদালত, বিষয়টি পুনরায় আদালতে ফিরে আসার পূর্বে, সকল পক্ষের জন্য এফিডেভিড সহ বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য সময়সূচী তৈরি করে দেবে।

আদালতে প্রথম দিনের উপস্থিতির পর, আপনার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সমুহের বিষয়ে আলোচনার জন্য যত দ্রুত সম্ভব আপনার আইনজীবীর সাথে দেখা করা এবং আপনার পক্ষের বক্তব্য এফিডেভিড আকারে নথিবদ্ধ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ। আপনার আইনজীবী, এখন কার্যব্যবস্থা গ্রহন করা উচিৎ কিনা আপনার ব্যক্তিগত অবস্থার প্রেক্ষিতে সে বিষয়ে আপনাকে পরামর্শ দিবেন।

আদালতে ফিরে যাওয়ার পর কি হয়?

পরবর্তীতে আদালতে আপনার মামলায়, কমিউনিটি সার্ভিস আপনার বিষয়ে জড়ানোর সময় বাচ্চাদের তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল,এই মতামতের সাথে আপনি একমত কিনা সে বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন। এটিকে বিষয়টির 'প্রতিষ্ঠাকরণ' বলে এবং আদালতের বিবেচনার পূর্বে আপনাকে এ পর্যায়ে আইনজ্ঞের পরামর্শ দেয়া উচিৎ। আইনি পরামর্শ দেয়া না হলে আপনি আদালত মুলতবি করতে বলতে পারেন।

আদালতে প্রতিস্ঠিত হয়েছে এ বিষয়ে আপনি একমত হলে মামলার কার্যক্রম 'স্থাপনের পর্যায়ে' পৌঁছবে যাতে বাচ্চার ভবিষ্যৎ তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয় জড়িত।

স্বীকারোক্তি ছাড়া' কোন বিষয় প্রতিষ্ঠা করা – এর অর্থ হচ্ছে যে, কমিউনিটি সার্ভিস কর্তৃক আনীত সকল প্রমাণ সত্য, এ দাবি গ্রহণ না করেও বাচ্চার তত্ত্বাবধান নিরাপত্তার প্রয়োজনের বিষয়ে একমত হওয়া।

বিষয়টি 'প্রতিষ্ঠিত' হয়েছে এ বিষয়ে আপনি যদি একমত না হন,তবে ম্যাজিস্ট্রেট আপনাকে একটি শুনানির তারিখ দিবেন।

প্রতিষ্ঠাকরণ কি?

মামলাটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আদালেতকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, কমিউনিটি সার্ভিসে জড়ানোর সময় আপনার বাচ্চাদের তত্ত্বাবধান নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল। নিম্নে উল্লেখিতগুলি সহ অনেক কারণে বাচ্চার যত্ন এবং নিরাপত্তার প্রয়োজন হতে পারেঃ

- আপনি বা পিতামাতাদের মধ্যে কেউ প্রয়োজনের সময় যদি বাচ্চাদের দেখাশুনার জন্য উপস্থিত থাকতে না পারেন (যেমন, কারাবাস বা অসুস্থতার কারণে)।
- বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় চাহিদাসমুহ পুরণ না হওয়া (যেমন পর্যাপ্ত খাবার, গরম কাপড়, বিছানাপত্র, নিরাপদ বাসস্থান না থাকা)।
- বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছিল কিনা !
- বাচ্চারা বিবাদপূর্ণ গৃহে বাস করছিল বা বয়স্কদের দ্বারা বেআইনি মাদকদ্রব্যের ব্যবহার অথবা অতিরিক্ত মদ্যপানপূর্ণ পরিবেশের সান্নিধ্যে ছিল।
- বাচ্চা যৌন বা শারিরিক অপব্যবহার ভোগ করছিল বা ভবিষ্যতে ভোগ করতে পারে এমনটি ভয় করার কারণ ছিল।

কার এসব প্রমান করতে হবে?

সাধারণত: কমিউনিটি সার্ভিসকে মামলার বিষয়বস্তু প্রমাণ করতে হবে। তবে আপনাকেই আদালতকে বুঝাতে হবে যে,মামলার বিষয়বস্তু প্রতিষ্ঠা/গ্রহণ করা উচিৎ হবেনা যদিঃ

- কোন আদালত পূর্বে আপনার এক বা একাদিক সন্তানকে আপনার তত্ত্বাবধান থেকে সরিয়ে নেয়ার চূড়ান্ত আদেশ দিয়েছে এবং তাদেরকে এখনও আপনার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি, বা
- আপনি কোন পিতামাতার দায়িত্ব চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন।

বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর কি হয়?

কমিউনিটি সার্ভিসের আবেদনপত্র আদালতের নিকট কি ধরনের আদেশ চাওয়া হচ্ছে তা বর্ণনা করবে। প্রায়শঃ আপনার বাচ্চাদের দেখাশুনার দায়িত্ব অন্য কোন ব্যক্তি বা কমিউনিটি সার্ভিসের মন্ত্রীকে দেবার আদেশ দেয়া হয়। সাধারণত এই আদেশ বাচ্চাদের বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত চাওয়া হয় যদিও এমনটি সবসময় হয়না।

কমিউনিটি সার্ভিসের চাওয়ানুযায়ী আদেশ দেয়া হবে কিনা সে বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটই সিদ্ধান্ত নেবেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সিদ্ধান্ত নেবার আগে বাচ্চারা আপনার তত্ত্বাবধানে নিরাপদ থাকবে কিনা সে বিষয়ে আদালতের প্রমাণ দরকার। আদালতই নির্ধারণ করবে, কে প্রমাণ নথিবদ্ধ করবে এবং তারা তা করতে কত সময় নেবে। সব তথ্যপ্রমাণ জোগাড় হবার পরই আদালত শুনানির জন্য প্রস্তুত হবে।

শিশু আদালতে কে কী

বিচারক বা
ম্যাজিস্ট্রেট
আদালত
সংবাদদাতা
আদালত
কর্মকর্তা
বিচারকে
কমিউনিটি
সার্ভিসের
আইনজীবী
১২ বছরের কম বয়স্ক
বাচ্চাদের জন্য
সরাসরি স্বতন্ত্র আইনগত প্রতিনিধি
কমিউনিটি
সার্ভিসের
কেসওয়ার্কার

র আসন
সাক্ষীর দাঁড়ানোর স্থান
অডিওভিস্যুয়াল সংযোগ
মায়ের আইনজীবী
পিতার আইনজীবী
১২ বছরের কম বয়স্ক বাচ্চাদের জন্য স্বতন্ত্র আইনগত প্রতিনিধি
পিতা
মা

আদালত কি প্রমাণ গ্রহণ করবে?

শিশু আদালতে প্রমাণ সমূহ একটি লিখিত দলিল আকারে নথিবদ্ধ করা হয় যেটিকে 'এফিডেভিড' বলা হয়। আপনার এফিডেভিড তৈরির অধিকার রয়েছে এবং আপনার এ বিষয়ে আইনজীবীর সাথে কথা বলা উচিৎ যিনি এটি তৈরি করতে এবং লিখতে সাহায্য করবেন।

তথ্যপ্রমাণ অন্যান্য সুত্র থেকেও আদালতে নথিবদ্ধ করা যায়, যেমন ঃ

- আপনার বা আপনার পরিবার সম্পর্কে পুলিশ, হাসপাতাল, ডাক্তার, স্কুল, বা অন্যান্য সংস্থায় রক্ষিত তথ্যপ্রমাণ সমুহ। এইসব সংস্থা এরূপ তথ্যপ্রমাণ সমূহ তখনই আদালতে হাজির করবে যখন তাদের প্রতি 'সপিনা'(subpoena) নামের একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। মামলার যে কোন পক্ষ সপিনা জারির ব্যবস্থা করতে পারে। আপনার কাগজপত্রে স্পর্শকাতর বিষয়ের জন্য আপনার উদ্বেগ থাকলে এ ব্যাপারে আপনার আইনজীবীর সাথে কথা বলা উচিৎ। আপনার আইনজীবীর সাথে এ বিষয়েও আলাপ করা উচিৎ যে, যেসকল প্রতিষ্ঠানে আপনার পক্ষে মামলার কাজে লাগতে পারে এমন সব তথ্য রয়েছে তাদেরকে সপিনা পাঠালে উপকার হবে কি না।
- আপনার চিকিৎসা করে এমন ডাক্তার বা অন্য পেশাজীবী সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের কাছ থেকে এফিডেভিড নেয়া। এটি আপনার মামলার জন্য সঠিক ধারণা কি না তাও আইনজীবীর সাথে আলোচনা করা উচিৎ।
- কোন স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ হতে রিপোর্ট (যেমন, শিশু আদালতের ক্লিনিকের ক্লিনিসিয়ান), যাকে হয়তো নিয়োগ করা হতে পারে আপনার পরিবারকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বাচ্চাদেরকে আপনার কাছে ফেরত দেয়া উচিৎ হবে কিনা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত দেবার জন্য।

মামলার কাজে নথিবদ্ধ সকল পক্ষের প্রমাণপত্রের অনুলিপি আপনাকে দেয়া হবে।

শিশু আদালতের ক্লিনিক কর্তৃক মূল্যায়ন কি ?

আপনি সহ মামলার যে কোন পক্ষ ক্লিনিকগত মূল্যায়নের আদেশ দেবার জন্য আদালতে আবেদন করতে পারে। আদালত আদেশ দিলে শিশু আদালতের ক্লিনিক মূল্যায়নের জন্য একজন স্বাস্থ্য কর্মী (Clinician) নিয়োগ করবেন যিনি একজন সমাজকর্মী (Social Worker), মনোবিজ্ঞানী, (Psychologist) বা মনস্তাত্ত্বিক (Psychiatrist) হবেন।

শিশু আদালতের ক্লিনিক কমিউনিটি সার্ভিস হতে স্বতন্ত্র। ক্লিনিসিয়ান আদালত কর্তৃক পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য নির্ধারিত যে কারো সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন। প্রাসঙ্গিক তথ্য দিতে পারে এমন যে কারো সাথে ক্লিনিসিয়ান অনানুষ্ঠানিক আলাপ করতে পারেন।

ক্লিনিসিয়ান বিভিন্ন পক্ষের ক্লিনিক কে দেয়া তথ্যপ্রমাণ সমুহ দেখবেন।

মূল্যায়নপত্র লেখার পর তা আদালতে পাঠানো হয় এবং সকল পক্ষকে তা দেয়া হয়।

এ বিষয়ে আরো তথ্যের জন্য দেখুন 'মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন' যা আপনার স্থানীয় আদালত, বা শিশু আদালতের ক্লিনিককে **(02) 8688 1530** নম্বরে ফোন করে অথবা অনলাইনে **www.lawlink.nsw.gov.au/ccc** থেকে পাওয়া যায়

ক্লিনিকে মূল্যায়নের জন্য আবেদন করা মামলার জন্য উপকারী হবে কিনা তা নিয়ে আপনার আইনজীবীর সাথে কথা বলা উচিৎ।

মামলার কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে আমি কি আমার বাচ্চাদের দেখতে পারি?

কমিউনিটি সার্ভিসের হাতে যদি আপনার বাচ্চাদের অন্তর্বর্তীকালীন পৈতৃক দায়িত্ব থাকে তবে আদালতের কর্মকান্ড শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চাদের সাথে আপনার কতটুকু যোগাযোগ থাকবে তা তারাই নির্ধারণ করবে।

সময়ের পরিমাণ নিয়ে আপনি যদি সন্তুষ্ট না হন তবে কেস ওয়ার্কারের সাথে কথা বলতে পারেন। এ বিষয়ে একমত হতে না পারলে আপনার আইনজীবীর সাথে কথা বলা উচিৎ।

সাধারণত কমিউনিটি সার্ভিস বা কোন কোন সময়ে আত্মীয়স্বজন কর্তৃক বাচ্চাদের সাথে আপনার যোগাযোগ পর্যবেক্ষণ করে।

কতটুকু দেখাসাক্ষাৎ পর্যবেক্ষণ করতে হবে তা আদালত কমিউনিটি সার্ভিসকে বলতে পারে না। দেখাসাক্ষাৎ পর্যবেক্ষণের জন্য যদি আপনার অন্য কেউ থেকেও থাকে তবুও আদালতকে এ বিষয়ে একমত হতে হবে যে ঐ ব্যক্তি উপযুক্ত এবং বাচ্চাদের সাথে আপনার অতিরিক্ত দেখাসাক্ষাৎ তার জন্য উপকারী।

প্রতিটি সাক্ষাতের পর সাক্ষাৎ পর্যবেক্ষণকারী সাক্ষাৎটি কেমন হয়েছে এবং কি কি ঘটেছে সে সবের বিস্তারিত উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন লিখবেন ।এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি সব নির্ধারিত সাক্ষাতে উপস্থিত হবেন, যথাযথ আচরণ করবেন এবং আপনার জন্য নির্ধারিত সময় প্রাপ্তবয়স্ক কারো সাথে কথা না বলে বাচ্চাদের সাথে কাটাবেন। আপনার মোবাইল বন্ধ রাখবেন এবং অন্য কাউকে সাথে আনবেন না যদি না কমিউনিটি সার্ভিস এটিকে গ্রহণযোগ্য বলে। মনে রাখবেন যে সাক্ষাৎ পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনটি আদালতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

যত্ন পরিকল্পনা কি?

কমিউনিটি সার্ভিস একটি যত্ন পরিকল্পনা নথিবদ্ধ করবে যেখানে আপনার বাচ্চাদের দেখাশুনার ব্যাপারে ভবিষ্যৎ বন্দোবস্ত বিষয়ে কমিউনিটি সার্ভিসের চূড়ান্ত সুপারিশ সমুহের উল্লেখ থাকবে। যত্ন পরিকল্পনায় থাকবেঃ

- কমিউনিটি সার্ভিস কর্তৃক বিষয়টি আদালতে আনার কারণ সমুহ,
- আদালতে আসার পর এই পর্যন্ত যা ঘটেছে সে সম্বন্ধে কমিউনিটি সার্ভিসের বক্তব্য কি?
- বাচ্চাদেরকে আপনার হেফাজতে ফিরিয়ে দেয়ার সম্ভাবনার মূল্যায়ন।
- বাচ্চাদের দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজন সমুহ কি ভাবে মেটানো যাবে সে বিষয়ে প্রস্তাবনা যাতে আপনার বাচ্চারা কোথায় থাকবে, আপনার সাথে এবং বাচ্চাদের জীবনে গুরুত্বপুর্ণ অন্যান্য লোকদের সাথে তাদের কতটুকু যোগাযোগ থাকবে, (যেমন আত্মীয় স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব)।
- কমিউনিটি সার্ভিসের এসব সুপারিশ প্রনয়ণের কারণ

কোন পরিকল্পনা আদালতে নথিবদ্ধ করার আগে কমিউনিটি সার্ভিস অবশ্যই আপনার সাথে কথা বলবে। এটি আদালতে পেশের পর তার একটি অনুলিপি আপনাকে দেয়া হবে এবং এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সুযোগও আপনার থাকবে। তত্ত্বাবধান পরিকল্পনার সাথে যদি আপনি একমত না হন তবে এ বিষয়ে কি করা যেতে পারে এবং কেনই বা করা হবে তা আপনি আপনার এফিডেভিডে উল্লেখ করতে পারেন।

যদিও কমিউনিটি সার্ভিস তত্ত্বাবধান পরিকল্পনার প্রস্তাব করে, শুধুমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটই আপনার বাচ্চাদের সম্মন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তত্ত্বাবধান পরিকল্পনা অনুমোদন করা হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত ম্যাজিস্ট্রেটই নেবেন। শুনানির পর ম্যাজিস্ট্রেট যদি তত্ত্বাবধান পরিকল্পনার সাথে একমত না হন তবে কমিউনিটি সার্ভিসকে ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্তের আলোকে নতুন পরিকল্পনা প্রনয়ণের আদেশ দেয়া হবে।

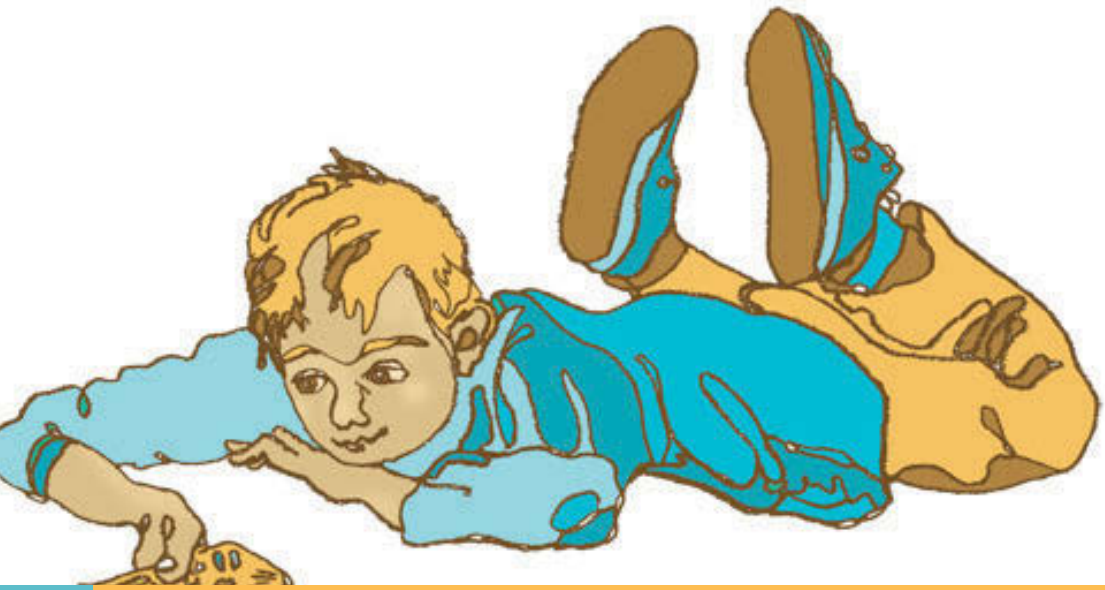

শুনানি কি গ্রহণ করতেই হবে?

না, শুনানির গ্রহণ প্রয়োজন নয়। শুনানির আগে আদালত আপনাকে কমিউনিটি সার্ভিস এবং অন্যান্য পক্ষের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়গুলি সুরাহা করার সুযোগ দিবে।

এটি করার একটি উপায় হচ্ছে 'বিরোধ মিমাংসা বৈঠক' বা বিকল্প বিরোধ মিমাংসা মধ্যস্থতা'য় যোগ দেয়া, যা একজন নিরপেক্ষ ব্যাক্তি দ্বারা পরিচালিত একটি গোপনীয় বৈঠক। উক্ত বৈঠকের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টি সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ দেয়া এবং আপনার বাচ্চাদের ভালভাবে দেখাশুনার জন্য ভবিষ্যৎ বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে সবাই যাতে ঐক্যমতে পৌঁছতে পারে সে ব্যপারে সাহায্য করা। আপনার আইনজীবী উক্ত বৈঠকে বা মধ্যস্থতায় আপনার সাথে যোগ দেবেন।

মামলার পক্ষসমুহ যদি কোন ঐক্যমতে পৌঁছতে না পারে তবে আদালত মামলাটির শুনানি গ্রহণ করবেন।

আপনাকে এতে হাজির থাকতে হবে এবং হয়তো সাক্ষ্য দিতে হবে। আপনি যদি অন্য কারো কাছ থেকে (যেমন, চিকিৎসারত ডাক্তার, বন্ধু বা সাহায্যকর্মী) কোন এফিডেভিড দেন, তাদেরকেও হয়তো সাক্ষ্য দিতে হবে। সব পক্ষের আইনজীবীগণ চূড়ান্ত আদেশ কি হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সকলের বক্তব্য শুনবেন এবং তিনি বাচ্চাদের সর্বোত্তম স্বার্থে যা ভাল মনে করেন সে সিদ্ধান্ত নিবেন।

আমার কাছে প্রত্যর্পণের জন্য তত্ত্বাবধান পরিকল্পনা রয়েছেঃ আমার এখন কি করনীয়?

বাচ্চাদেরকে আপনার তত্ত্বাবধানে ফিরিয়ে দেয়াকে 'প্রত্যর্পন' বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে, আদালত বাচ্চাদের দেখাশুনার দায়িত্ব স্বল্প সময়ের জন্য কমিউনিটি সার্ভিসের মন্ত্রীকে অর্পণ করেন যতক্ষণ না আপনার হেফাজতে ফিরে যাওয়া বাচ্চাদের জন্য নিরাপদ হয়।

যদি এমনটি হয়, তবে বাচ্চারা ঘরে ফিরে আসার পুর্বে আপনাকে 'কমপক্ষে কতটুকু লক্ষ্য' অর্জন করতে হবে তা প্রতিপালন পরিকল্পনায় পরিস্কারভাবে উল্লেখ থাকবে। কোন কোন সময়ে এসব লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে আপনাকে 'অঙ্গীকার' করতে বলা হবে। এসব অঙ্গীকার আপনি আদালতে করবেন। এটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি এসব অঙ্গীকার রক্ষা করবেন।

আপনি যোগদানকৃত সকল সাক্ষাতের বিষয়ে লিখে রাখবেন এবং এসব বৈঠকে নেয়া নোট সমুহ চেয়ে নিবেন।

আপনি যদি ন্যূনতম লক্ষ্য সমুহ পূরণ না করেন তবে কমিউনিটি সার্ভিস প্রদত্ত আদেশ পরিবর্তন বা বাতিলের জন্য বিষয়টি আদালতে ফিরিয়ে আনতে পারে। এর অর্থ এমনটি হতে পারে যে বাচ্চাদেরকে আপনার কাছে প্রত্যর্পন করা হবে না।

আমার যদি আইনজীবী না থাকে তবে কি হবে?

আপনার যদি কোন আইনজীবী না থাকে তবে আপনি 'উকিলদের আসনে' বসবেন এবং আপনি নিজেই ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে কথা বলবেন। আদালত আপনার সাথে আইনগত প্রতিনিধির মতই ব্যবহার করবে। এটি খুবই উত্তম যে আপনি আদালত এবং অন্যান্য আইনজ্ঞদের সাথে ভদ্র ভাষায় কথা বলবেন যদিও আপনি তাদের বক্তব্যের সাথে একমত নন। আপনাকে নিজেই নিজের 'এফিডেভিড' লিখতে হবে এবং এর অনুলিপি আদালত এবং অন্য সকল পক্ষকে দিতে হবে।

চূড়ান্ত শুনানিতে আপনি অন্যান্য সাক্ষীদেরকে 'জেরা' করতে পারবেন। এর অর্থ হচ্ছে আপনাকে সাক্ষীদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হবে। আপনার এমন প্রশ্নই করা উচিৎ যা হয় মামলার বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করবে না হয় অপর পক্ষের বক্তব্যে সন্দেহের উদ্রেক করবে। প্রায়শঃ তা এভাবে করা হয় যে, আপনি সাক্ষীদের নিকট ভিন্ন ভাষ্যে ঘটনার উল্লেখ করে সেসবের সাথে তাদের একমত হতে বলবেন। সাক্ষীদের সাথে আপনার তর্ক বা অসঙ্গত প্রশ্ন করা উচিৎ নয়। এ পর্যায়ে আপনার বিতর্ক করা উচিৎ নয়-মামলার শেষ পর্যায়ে সমাপণী বক্তব্যের উপস্থাপনের সময় আপনি তা করার সুযোগ পাবেন।

সকল পক্ষ তাদের তথ্যপ্রমান সমুহ প্রদানের পর ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে প্রত্যেক পক্ষই তাদের সমাপনী বক্তব্য পেশ করবে। এই সময় আপনি আদালতকে বলতে পারেন কি আদেশ আপনি চান এবং তার পক্ষে আপনার যুক্তিসমুহ কি।

বাচ্চাদের ব্যাপারে আদালত কি চূড়ান্ত আদেশ দিতে পারে?

মামলার শেষে আদালত নিম্ন লিখিত আদেশসমুহের কোন কোনটা প্রদান করতে পারেঃ

- প্রতিপালনের দায়িত্ব কমিউনিটি সার্ভিসের মন্ত্রী বা অন্য কেউ (যেমন কোন আত্মীয়)অথবা পিতামাতাদের মধ্যে হতে একজনকে দেয়ার আদেশ,
- প্রতিপালনের দায়িত্ব আপনার, অন্য একজনের এবং/বা কমিউনিটি সার্ভিসের মন্ত্রীর মধ্যে বিভক্ত করার আদেশ,
- বাচ্চারা আপনার, পরিবারের অন্য কারো বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে কতটুকু যোগাযোগ রাখতে পারবে তা উল্লেখ করে আদেশ,
- কমিউনিটি সার্ভিসের পর্যবেক্ষণের অধীন বাচ্চাদেরকে আপনার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ, যেখানে বাচ্চার নিরাপত্তা, মঙ্গল এবং হিতের বিষয়ে তাদের নজর রাখার অনুমতি থাকবে,
- আপনি বা অন্য কেউ যিনি বাচ্চাদের দেখাশুনা করছেন , ভবিষ্যতে কি করবেন বা করবেন না সে ব্যাপারে আদালতকে প্রতিশ্রুতির(যাকে ‘অঙ্গীকারনামা’ বলে) আদেশ।

আদালত আদেশের সময়সীমা উল্লেখ করে দেবেনঃ কোন কোন সময় এটি বাচ্চাদের বয়স ১৮ বৎসর হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং কখনও কখনও তা পুর্বেই শেষ হয়ে যায়।

চূড়ান্ত আদেশে বাচ্চার দেখাশুনার দায়িত্ব কমিউনিটি সার্ভিসকে দেয়া হলে কি হয়- এ বিষয়ে আরো জানতে হলে দেখুন ঃ
পুস্তিকা ৫ : “আমার বাচ্চারা যখন তত্ত্বাবধানে থাকে তখন কি হয়?”

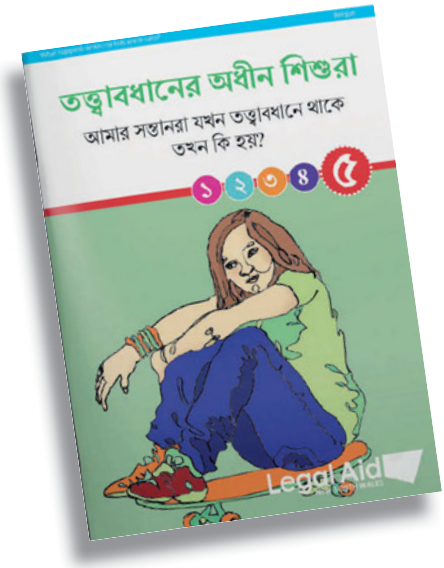

আমি কি একজন আইনজীবী পেতে পারি?

লিগ্যাল এইড প্রথমদিনে আদলতে আপনাকে সহায়তা করার জন্য একজন কর্তব্যরত আইনজীবী দেবেন।

প্রথম হাজিরার পর মামলার অবশিষ্ট কার্যক্রমে আপনার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আপনাকে একজন আইনজীবীর ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি তা করতে পারেন এভাবেঃ

- আইনী সহায়তার জন্য আবেদন করে আদালতের প্রথম দিনের কর্তব্যরত আইনজীবী আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবেন; বা
- আপনি যদি আইনী সহায়তার উপযুক্ত না হন তবে আপনি অর্থের বিনিময়ে ব্যক্তিগত আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন অথবা নিজেই নিজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।

আইনী সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা

আইনী সহায়তার আবেদন করার জন্য আপনাকে একটি আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে এবং আপনার আয় এবং সম্পদের হিসাব বিবরণী আপনার আইনজীবীকে সরবরাহ করতে হবে। আপনি যদি নিম্ন লিখিত জিনিষগুলি আদালতের প্রথম দিনে সাথে আনেন তবে ভালো হয়ঃ

- আপনি যদি Centrelink থেকে সুবিধা পান তবে Centrelink এর কার্ড বা চিঠি, অথবা যদি আপনি কাজ করেন তবে সাম্প্রতিক বেতনের রশিদ; এবং
- ব্যাংকের বিগত ৩ মাসের হিসাব বিবরণী।

আইনগত পরামর্শের জন্য

- **লিগেল এইড NSW :**
  টেলিফোন 1800 551 589 অথবা দেখুন www.legalaid.nsw.gov.au
- **ল এক্সেস NSW :**
  টেলিফোন 1300 888 529 অথবা দেখুন www.lawaccess.nsw.gov.au

May 2015
মে ২০১৫